কক্সবাজার জেলাকর্মশালা সেপ্টেম্বর-২০১৮খ্রি:

দলেরনাম: হিমছড়ি

বিষয়: নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠণে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের ভূমিকা।

নৈতিকতার সমন্বয় ছাড়া আর্দশ জাতি গঠণ সম্ভব নয়।
নৈতিকতা অর্জনে মশিগশি প্রকল্প ধর্মের ১০টি লক্ষণকে অনুসরণ করে শিশুদের পাঠদানকরাহয়।
নিত্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা প্রদান।
অসাম্প্রদায়ীক চেতনা নির্মান।
ধর্মীয়চর্চার প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টি।

সুপারিশমালা

গীতা শিক্ষাকার্যক্রমে সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।
বয়স্ক শিক্ষাকে কর্মমুখী শিক্ষায় পরিণত করা।
ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণে উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি।
শিক্ষকদের ধর্মীয় ও শিক্ষা কার্যক্রমের উপর অধিকতর প্রশিক্ষণ প্রদান।
নীতিবাক্য ও নৈতিকতা সম্পন্ন গল্প পাঠ্য পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করণ।
নৈতিকতা বৃদ্ধি সূচকপ্রচার পত্র প্রকল্প প্রধানকার্যালয় হতে সরবরাহ করা।

কক্সবাজার জেলাকর্মশালা সেপ্টেম্বর-২০১৮খ্রি

দলেরনাম: সোনাদিয়া

বিষয়: প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রশাসনিক কার্যক্রম ও সুপারিশমালা।

জনসংখ্যা ও প্রয়োজন অনুসারে কেন্দ্র স্থাপন।
উপজেলাভিত্তিক কেন্দ্র অনুপাতে এফ.এস নিয়োগ।
উপজেলা মনিটরিং সভা ০৩ মাস অন্তর অন্তর করা।
উপজেলা মনিটরিং সভায় এফ.এস ও এম.টি কে অন্তরভূক্ত করণ।
প্রতি জেলায় প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেম, ক্যামেরা প্রেরণ।
জেলা পর্যায়ে এম.টি নিয়োগ করা।
শিক্ষক সমন্বয় সভার আপ্যায়ণ ভাতা ১০০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ২০০ টাকায় উন্নিত করণ।
শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ড্রেস, নাস্তা, বৈদ্যুতিক পাখা এবং উপ-বৃত্তির ব্যবস্থা করা।
শিক্ষকগণের জন্য ছাতা ও চেয়ার টেবিল ব্যবস্থা করা।
কম্পিউটার অপারেটর ও ক্যাশিয়ার পদ আলাদা করা।
উপজেলা অফিস স্থাপন।
শিক্ষক সমন্বয় সভার বরাদ্ধ বৃদ্ধি করণ।

শিক্ষকগণের অবসরের সময় সীমা নির্ধারণ।
শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ছবি জন্ম নিবন্ধনকার্ড/টিকায় কার্ড জমার নির্দেশনা প্রদান।
প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং শিক্ষক এর প্রভিডেন্টফান্ড গঠন এবং ঝুকি ভাতা প্রদান।
জেলাপর্যায় শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে এম.টি. দের অর্ন্তভূক্তি করণ।
উন্নয়ন মেলার বরাদ্ধ=২০,০০০/- টাকাকরণ।
মাস্টার ট্রেইনারদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ প্রদান।
শিক্ষকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বিকল্প শিক্ষকের সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা করা।
জেলাপর্যায়ে এম.টিগণের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করণের বরাদ্ধ প্রদান।
জেলা পর্যায়ে বনভোজনের জন্য বরাদ্ধ প্রদান।

কক্সবাজার জেলাকর্মশালা সেপ্টেম্বর-২০১৮খ্রি

দলেরনাম : সেন্টমার্টিন

বিষয় : জন সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও অসম্প্রদায়িক চেতনা সম্প্রসারণে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের ভূমিকা।

সুপারিশমালা

কেন্দ্র, উপজেলা এবং জেলাভিত্তিক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা।
কেন্দ্রভিত্তিক অভিভাবক সমন্বয় সভার আয়োজন করা।
সকল সরকারি কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহন এবং প্রচার।
ক্যালেন্ডার, লিফলেট, বুকলেট, পোস্টারসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার অভিযান চালানো।
আন্তধর্মীয় সংলাপের ব্যবস্থা করা।
জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং সামাজিক সচেতনতাবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র শিক্ষদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও দক্ষ করে তোলা।
জনবহুল এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরা।
ইলেক্ট্রিক, প্রিন্টমিডিয়া ও লোকাল ক্যাবলে কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচারণা চালনা।
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মানে শৈশব থেকেই নৈতিকতা শিক্ষাদান (ধর্মীয়)।
জেলাপর্যায়ে কর্মশালাতে সকল ধর্মের প্রতিনিধি অন্তভূক্ত করা।
কেন্দ্র শিক্ষকদের পরিচয় পত্র প্রদান।

কক্সবাজার জেলাকর্মশালা সেপ্টেম্বর-২০১৮খ্রি

দলেরনাম : ইনানি

বিষয় : মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের ভূমিকা।

বিষয়ভিত্তিক সুপারিশ

মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে মন্দিরভিত্তিক কেন্দ্র শিক্ষকগণকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে ব্যাপক সভা, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন ও প্রচার করা।
গীতা যেহেতু মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষার আধার সেহেতু চাহিদা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে গীতা শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধি করা আবশ্যক।
মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের দারুলআরকাম এবতেদায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদলে সনাতন ধর্মীয় গুরুকুল/টোল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হলে শিশুরা ৬ বছর ধরে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার শিক্ষালাভ করতে পারবে।
গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য উন্নত নীতিমালা ও পাঠ্যক্রম প্রনয়ণপূর্বক বাস্তবায়েনর ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বয়স ১০ থেকে ১৮ বছর সীমাবদ্ধ না রেখে সব বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক।
গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক পদে আবেদনকারীর বয়স সীমা ১৮ থেকে ৬০ বছর করা যেতে পারে।
কেন্দ্র শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বার্ষিক শিক্ষামূলক তীর্থ ভ্রমণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

ভূমিকা

মূল্যবোধ একটি মানবিক গুণ। এ গুণটি ধারণ করতে না পারলে একজন মানুষ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে পারেনা। শিক্ষা-ধর্ম-নৈতিকতা মশিগশি প্রকল্পের সারকথা। এটি থেকে বোঝা যায় মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।
ভদ্রতা-বিনয়-উদারতা-সহমর্মিতা সৌজন্য বোধ-মমত্ব বোধ শিষ্টাচার সত্যবাদিতা ও আলোকিত মানুষের মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করে শক্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব।
আজ পৃথিবীতে মানুষ স্বার্থবাদী, লোভ-হিংসা-অহংকার ইত্যাদি দিন দিন বেড়ে চলেছে মশিগশি প্রকল্পের শিশু-বয়স্ক ও গীতা শিক্ষাকেন্দ্র গুলীর মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠেছে।
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মচর্চা ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থল মন্দির প্রকৃত ধর্ম ও মানবিকতা শিক্ষা দেয়। তাই মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্টু পরিচালনা ও বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মানুষের মানবতা ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত হচ্ছে।

কক্সবাজার জেলাকর্মশালা সেপ্টেম্বর-২০১৮খ্রি

দলেরনাম : মহেশখালী

বিষয় : মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পের সম্প্রসারণে গীতাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

প্রয়োজনীয়তা

গীতায় ভক্তিযোগের কথা যেমন আছে তেমনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম যোগের কথা ও রয়েছে সেজন্য পরিপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার জন্য গীতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গীতা মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়, সেজন্য গীতা শিক্ষার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

জীবন চলার পথের সকল প্রশ্নের গুরুত্বপূর্ণ উত্তর রয়েছে গীতায়, সেজন্য গীতার জ্ঞান অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন।

জীবনের সকল দুঃখ, বেদনা, হতাশাকে দূরীভূত করে উন্নত ও শান্তিময় জীবন গঠনের নির্দেশনা পেতে গীতা পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সনাতন ধর্মবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যা মন্দির ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাণবন্ধ ও সম্প্রসারিত করবে।

গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা একই সাথে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে বিধায় তারা তাদের বন্ধুদের মধ্যে গীতাশিক্ষার প্রচার করে থাকে।

সুপারিশমালা

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বেশী সংখ্যক মন্দিরে গীতা শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা।

গীতাশিক্ষা শুদ্ধভাবে প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ প্রশিক্ষক ও শিক্ষক গড়ে তোলা।

গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের বসার জন্য মাদুরে ব্যবস্থা করা।

প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যেও গীতাগ্রন্থ প্রদান করা।

স্থানীয় হিন্দু জনগোষ্ঠী ও মন্দির কমিটির সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকেন্দ্রে আসতে উৎসাহিত করা।

গীতাগ্রস্থ রাখার জন্য একটি স্ট্যান্ড/সেলফ এবং লাল সালু কাপড়ের ব্যবস্থা করা।

বয়স ভিত্তিক গীতা শিক্ষাকেন্দ্র চালুকরা যেতে পারে।

দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের জন্য শিক্ষক নিয়োগের নীতি মালায় সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

প্রচারের জন্য সাইন বোর্ডের ব্যবস্থা করা।

গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বিশেষ জাতীয় দিবসে ও ধর্মীয় উৎসবে গীতা শ্লোক প্রতিযোগীতা আয়োজন করা যেতে পারে।

গীতা শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য পৃথক দক্ষ ফিল্ডসুপারভাইজার নিয়োগ করা যেতে পারে অথবা বর্তমান ফিল্ডসুপার ভাইজারদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়ন সহপ্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য ফাউন্ডেশন গঠন।